মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ছক

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ঃ বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষ আওতাধীন অফিসের সংখ্যা ঃ

প্রতিবেদনাধীন বছর ঃ ২০১৫-২০১৬ প্রতিবেদন প্রস্তুতির তারিখ ঃ .... /০৭/২০১৬ইং

(১) প্রশাসনিক

১.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)ঃ

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূণ্য পদ	বৎসরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	২	৩	৪	৫	
বিআইডব্লিউটিএ	৪৩৪৪	৩৭৯৮	৫৪৬		
মোট	৪৩৪৪	৩৭৯৮	৫৪৬		

* অনুমোদিত পদের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

১.২ শূণ্য পদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	-	২৫	২৩	১২০	৩৭৮	৫৪৬

১.৩ অতীব গুরূত্বপূর্ণ (Strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদ মর্যাদা সম্পন্ন/সংস্থা প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূণ্য থাকলে তার তালিকা ঃ প্রযোজ্য নয়

১.৪ শূণ্য পদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা ঃ প্রযোজ্য নয়।

১.৫ অন্যান্য পদের তথ্য ঃ

প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা
-	-

*কোন সংলগ্নী ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই।

১.৬ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদানঃ

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
৪৪	৩৯	৮৩	০৮	১২	২০	-

১.৭ ভ্রমন/পরিদর্শন (দেশে) ঃ

ভ্রমণ/পরির্দশন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী		প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী		চেয়ারম্যান	মন্তব্য
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন	-	-	-	-	২৭টি (৪৫ দিন)	-
পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ	-	-	-	-	-	-

১.৮ ভ্রমন/পরিদর্শন (বিদেশে) ঃ

	মন্ত্রী		প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী		চেয়ারম্যান	মন্তব্য
ভ্রমণ/পরির্দশন (মোট দিনের সংখ্যা)					২টি(১৮দিন)	

*কতদিন বিদেশে ভ্রমন করেছেন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

১.৯ উপরোক্ত ভ্রমনের পর ভ্রমন বৃত্তান্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যা ঃ নাই

(২) অডিট আপত্তি

২.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য ঃ (১জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ সমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশীটে জবাবের সংখ্যা		নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	বিআইডব্লিউটিএ	সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)
		৫৪৯ টি	৬৭০.৯৭	২৮ টি	২৪.৯১	১৮৪টি	১৭৮.৫৫	৩৯৩টি	৫১৭.৩৩

২.২ অডিট রিপোর্টে গুরূতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/ অর্থ আত্মসাত অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সে সব কেস সমূহের তালিকাঃ নাই

(৩)শৃঙ্খলা/ বিভাগীয় মামলা(মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবংঅধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে (২০১৫-২০১৬) কর্তৃপক্ষে পুঞ্জিভুত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরীচ্যুতি/বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
১৬টি	--	৯টি	৪টি	১৩টি	০৩টি

(৪)সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা(১ জুলাই২০১৫ থেকে ৩০জুন ২০১৬)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তাবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫

(৫) মানবসম্পদ উন্নয়ন ঃ

৫.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই'২০১৫ থেকে ৩০ জুন'২০১৬ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
৩২টি	৮০ জন

৫.২ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক পূর্ববর্তী অর্থ বছরে (২০১৫-১৬) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা ঃ নাই

৫.৩ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশ গ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা ঃ নাই

৫.৪ মন্ত্রণালয়ে অন দ্য জব ট্রেনিং (OJT) এর ব্যবস্থা আছে কি না ; না থাকলে অন দা জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কিনা ঃ নাই ।

৫.৫ প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে (০১জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ঃ নাই

(৬)সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই'২০১৫ থেকে ৩০ জুন'২০১৬ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহনকারীদের সংখ্যা
১৮ জন	১৮ জন (০২জন কর্মকর্তা আন্তর্জাতিক কর্মশালা/সেমিনানে অংশগ্রহণ করেছেন)।

(৭) তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন (০১ জুলাই'২০১৫ থেকে ৩০ জুন'২০১৬ পর্যন্ত)

সংস্থার মোট কম্পিউটারের সংখ্যা	সংস্থায় ইনটারনেট সুবিধা আছে কিনা	সংস্থায় লেন(LAN) সুবিধা আছে কিনা	সংস্থায় ওয়েন (WAN)সুবিধা আছে কিনা	সংস্থায় কম্পিউটারে প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারী
TO&Eঅন্তভূক্ত-১৯০টি বর্তমানে রয়েছে-১৮৪টি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সংগ্রহকৃত কম্পিউটারের সংখ্যা-১৫টি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	১৪ জন	০২ জন

(৮) সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারী কোষাগারে জমার পরিমাণ (INR ব্যতীত) ঃ

(কোটি টাকায়)

		২০১৫ -২০১৬		২০১৪-২০১৫		হ্রাস(-)/বৃদ্ধির (+) হার	
		লক্ষ্য মাত্রা	প্রকৃত অর্জন (সাময়িক)	লক্ষ্য মাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্য মাত্রা	প্রকৃত অর্জন
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ	-	-	-	-	-	-
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ	-	-	-	-	-	-
উদ্বৃত(ব্যবসায়িক আয় থেকে)		-	-	-	-	-	-
লভ্যাংশ হিসাবে		-	-	-	-	-	-

- বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। প্রত্যেক বছর নিজস্ব উৎস হতে যে আয় হয় তা পরিচালন ব্যয় অপেক্ষা কম বিধায় আদায়কৃত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা সম্ভব হয় না। বরং পরিচালন ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারি অনুমোদনের প্রয়োজন হয়।

(৯) প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী/ আইন,বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা সঙ্কটঃ নাই

৯.১ প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে নতুন আইন,বিধি ও নীতি প্রণয়ন হয়ে থাকলে তার তালিকা ঃ নাই

৯.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে সম্পাদিত গুরূত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী ঃ

বন্দর বিভাগ ঃ

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে অত্র বিভাগের মাধ্যমে ৩৭৯টি ঘাট/পয়েন্ট/টোল ষ্টেশন ইজারা প্রদান করা হয়। উক্ত ঘাট/পয়েন্ট/টোল ষ্টেশন সমূহ ইজারা প্রদানের মাধ্যমে বিআইডব্লিউটিএ'র ৫৪,৯৫,২৭,৪২৫/-(চুয়ান্ন কোটি পঁচানব্বই লক্ষ সাতাশ হাজার চারশত পঁচিশ) টাকা রাজস্ব অর্জিত হয়।

নৌ-নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ ঃ

নৌ-নিরাপত্তা ও ট্রাফিক শাখা ঃ

১। ঢাকা-পটুয়াখালী, ঢাকা-কালাইয়া, ঢাকা-বরিশাল নৌ-পথে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত নতুন কিছু যাত্রীবাহী লঞ্চের রুটপারমিট/ সময়সূচী অনুমোদন করা হয়েছে। ফলে যাত্রী সাধারণ নৌপথে যাতায়াতে ক্ষেত্রে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে।

২। ঢাকা-বরিশাল নৌ-পথে দিনের বেলায় চলাচলের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত এমভি গ্রীণ লাইন-২, এমভি গ্রীণ লাইন-৩ নামক ২টি দ্রুতগতি সম্পন্ন ক্যাটামেরান যাত্রিবাহী নৌ-যানের রুট পারমিট/সময়সূচী অনুমোদন করা হয়েছে।

৩। মাওয়া (শিমুলিয়া) নদী বন্দর হতে চলাচলকারী ৮৮টি লঞ্চের মধ্যে ছোট এবং ঝুঁকিপূর্ণ বেশ কিছু লঞ্চকে পরিবর্তন করে তদস্থলে আপেক্ষাকৃত বড় লঞ্চের সময়সূচী জারী করা হয়েছে।

৪। ঈদ/ ধর্মীয় উৎসব গুলিতে যাত্রী সাধারণের নিরাপদ চলাচলের স্বার্থে বিশেষ মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে গত জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৬ পর্যন্ত এমভি মোস্তফা ব্যতিত অন্য কোন নৌ-যানের বড় ধরনের দূর্ঘটনা ঘটেনি।

৫। ঈদ-উল-ফিতর-২০১৬ উপলক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও দেশের গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ ১৪টি ঘাট/পয়েন্টে সংশ্লিষ্টদের মাধ্যমে কমিটি গঠন করে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। ফলে যাত্রী সাধারণ যাতায়ত করতে পারছে।

৬। বিআইডব্লিউটিএ'র নিজস্ব নৌ-যানের মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় নৌ-পথে চাঁদাবাজি ও ডাকাতি প্রতিরোধে চাঁদাবাজি ও ডাকাতি প্রবন এলাকার নদী সমূহ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

৭। নৌ-পরিবহন অধিদপ্তরের সার্কুলার অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে বালবাহী বাল্কহেড, ড্রেজার, কার্গো ট্রলারসহ ইত্যাদি সকল ধরনের পণ্যবাহী নৌ-যান রাতে চলাচল নিষিদ্ধ থাকা সত্বেও এ সকল নৌ-যানের রাত্রীকালে চলাচলের প্রবনতা

থাকায় দূর্ঘটনা রোধকল্পে এ সকল নৌ-যান যাতে রাত্রিকালে চলাচল করতে না পারে। সে লক্ষ্যে নৌ-পথে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

৮। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় যাত্রিবাহী লঞ্চ সমূহের নিরাপদ আশ্রয়ের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের দূর্ঘটনা প্রবণ এলাকায় (পন্টুন, গ্যাংওয়ে, জেটি, মুরিং ও যোগাযোগ সুবিধাদিসহ) ১০টি আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৯। সারা দেশে অবৈধ যাত্রিবাহী নৌ-যান চলাচল রোধে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে।

১০। যাত্রিদের জানমালের নিরাপত্তার স্বার্থে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া নৌ-যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে।

১১। নৌ-পথে যাত্রি সাধারনের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে মালিক, নৌ-যান শ্রমিক সংগঠন, জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের সমন্বয়ে বেশ কয়েকটি সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়েছে।

১২। বেশ কয়েকটি নৌ-যানের বিরুদ্ধে আইএসও-১৯৭৬ এর সংশ্লিষ্ট ধারায় মেরিন কোর্টে মামলা দয়ের করা হয়েছে।

বৈদেশিক পরিবহন শাখা ঃ

(ক) বাংলাদেশ-ভারত অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ অতিক্রমণ ও বাণিজ্য প্রটোকলের (PIWT&T) -র আওতায় গঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটির ১৭তম সভা গত ০৯-১০ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখে ভারতের নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়।

(খ) বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে নৌ-সচিব পর্যায়ের সভা গত ২০ এপ্রিল'২০১৫ তারিখে ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়।

(গ) মানবিক কারণ বিবেচনায় ভারতীয় চাহিদার প্রেক্ষিতে ৩৫,০০০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্যের মধ্যে ২০,০০০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য ইতোমধ্যে কলকাতা হতে নৌ-পথে আশুগঞ্জ এবং সড়ক পথে আশুগঞ্জ হয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে পরিবহন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(ঘ) Protocol on Inland Water Transit and Trade(PIWT&T) -এর মুখবন্ধ এবং মেয়াদকাল বিষয়ক সংশোধনী প্রস্তাব মন্ত্রীসভা বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে।

(ঙ) ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ০৬ জুন ২০১৫ তারিখ বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান প্রটোকলের সংশোধনিসহ নৌ-প্রটোকল রুটে Passengers Service Movement এর উপর একটি সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(চ) নৌ-প্রটোকল চুক্তি ৫(পাঁচ) বছর মেয়াদে অর্থাৎ ৩১ মার্চ ২০২০ সাল পর্যন্ত বর্ধিতকরণ বিষয়ে ঐক্যমত হয়। পরবর্তীতে প্রটোকল সয়ংক্রিয়ভাবে নবায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় এবং একটি প্রস্তাব গৃহিত হয়।

(ছ) ০৫-০৬ নভেম্বর ২০১২ তারিখে ভারতের কোচিনে অনুষ্ঠিত ১৫তম স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় গঠিত ০৪ (চার) টি Joint Technical Committee (JTC) -র মধ্যে JTC - 2 এবং JTC -3 বাংলাদেশে বিভিন্ন নৌ-পথ পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদন দাখিল করেন যা পরবর্তী কার্যক্রমের নিমিত্ত MOS প্রেরণ করা হয়েছে।

(জ) বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে নৌ-সচিব পর্যায়ের সভা গত ১৬ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়।

(ঝ) আশুগঞ্জ নদী বন্দর দিয়ে ভারতের আগরতলায় নিয়মিত পণ্য Transshipment কার্যক্রম মাননীয় নৌ-পরিবহন মন্ত্রী কর্তৃক ১৬/০৬/২০১৬ তারিখে উদ্বোধন হয়।

(ঞ) ১৬ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে ভারতে অনুষ্ঠিত নৌ-সচিব পর্যায়ের সভায় যৌথ কারিগরি কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত ট্রান্সশিপম্যান্ট মাশুল হিসাবে প্রতি টন পন্যের জন্য ১৯২.২২ টাকা ধার্য্যের বিষয়ে ঐক্যমত হয়।

ড্রেজিং বিভাগ

ড্রেজিং কাজ ঃ

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বিআইডব্লিউটিএ বর্ষা মৌসুম অব্যবহিত পর থেকে গুরুত্বপূর্ণ ফেরী ও নৌ-রুট এবং নৌ-বন্দরসমূহ মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত মনিটরিংয়ের পাশাপাশি প্রয়োজনানুযায়ী হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ করে নাব্যতা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং নৌ-পথসমূহের নাব্যতা সঙ্কট নিরসনে ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। শুষ্ক মৌসুমে নাব্যতা সঙ্কটময় পরিস্থিতি উত্তরণে বার্ষিক **সংরক্ষণ ড্রেজিং কর্মসূচির** আওতায় চাহিদানুযায়ী জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া, পাটুরিয়া-কাউখালী, মাওয়া-চরজানাজাত, হরিণাঘাট-আলুবাজার, আবুপুর-মৃধারহাট, ভোলা-লক্ষীপুর ও লাহারহাট-ভেদুরিয়া ফেরীরুট এবং ঢাকা-বরিশাল, পটুয়াখালী বন্দর, পটুয়াখালী-গলাচিপা, ঢাকা-ভান্ডারিয়া নৌ-পথ, চর বাচাসারা, তুলসীখালী-সাভার নৌ-পথ, আরিচা-কাজীরহাট, বরিশাল ও পটুয়াখালী বন্দরে ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। সংরক্ষন খনন কর্মসূচির আওতায় জুন' ২০১৬ পর্যন্ত প্রায় ৯০.০০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং করে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ন নৌ-পথগুলোর নাব্যতা বজায় রাখা হয়েছে। উন্নয়নমূলক খননের আওতায় বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন **"মাদারীপুর-চরমুগুরিয়া-টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ ও মোস্তফাপুর-পয়সারহাট নৌ-পথের নাব্যতা উন্নয়নে ১৫.০০ লক্ষ ঘনমিটার "১২টি গুরুত্বপূর্ন নৌ-পথ খনন"** প্রকল্পের আওতায় ৬৫.০০ লক্ষ ঘনমিটার এবং **"অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের ৫৩টি রুটে ক্যাপিটাল ড্রেজিং (১ম পর্যায় ঃ ২৪টি নৌ-পথ)"** প্রকল্পের আওতায় ৯০.০০ লক্ষ ঘনমিটার অর্থাৎ, মোট ১৭০.০০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ সালে অভ্যন্তরীণ নৌ-পথসমূহের নাব্যতা উন্নয়ন ও সংরক্ষণে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক জুন'২০১৬ পর্যন্ত সর্বমোট ২৬০.০০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে গুরুত্বপূর্ন নৌ-পথগুলো নাব্য রেখে নৌযান চলাচল নির্বিঘ্ন রাখা সম্ভব হয়েছে।

ড্রেজার সংগ্রহ কার্যক্রমঃ

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "১০ টি ড্রেজার ক্রেনবোট, টাগবোট, অফিসার্স হাউজবোট ও ক্রু-হাউজবোট সহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি/যন্ত্রপাতি সংগ্রহ (১ম সংশোধিত)"-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২টি ১৬´´ কাটার সাকশন ড্রেজার, ২টি টাগবোট, ১টি বয়া টেন্ডার ভেসেল, ৪টি ইনল্যান্ড সার্ভে ভেসেল, ১টি ক্রেনবোট, ২টি পাইপ কেরিং ডাম্ব বার্জ, ৪টি কেবিন ক্রুজারসহ ২৫০টি বিভিন্ন সাইজের রাবার হোজ পাইপ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ২টি সেল্ফ প্রপেল্ড মাল্টিপারপাজ ভেসেল, ৪টি এক্সিবিয়ান টাইপ কাটার সাকশন ড্রেজার, ৬টি সার্ভে এলুমিনিয়াম ওয়ার্কবোট, ১টি স্পেশাল ইন্সপেকশন মাল্টিপাজ ভেসেলের নির্মানকাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া "অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের নাব্যতা রক্ষার্থে ২টি ড্রেজার, ক্রেনবোট, হাউজবোট, ক্রু-

হাউজবোট এবং টাগবোটসহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ (২য় সংশোধিত)"- শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ১টি ১৮" কাটার সাকশন ড্রেজার সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রকৌশল বিভাগ

- প্রকৌশল বিভাগের অধীনে ৪টি প্রকল্প/কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ঢাকার চারিপার্শ্বের নদী সমূহের তীর রক্ষা কার্যক্রমসহ নদীর তীরে ওয়াকওয়ে নির্মান, ঢাকা নদী বন্দরের ৪(চার) তলা বিশিষ্ট এক্সটেনসন ভবন নির্মান, পাগলায় ১০(দশ) তলা বিশিষ্ট স্টাফ কোয়াটার নির্মান কাজ ,সদরঘাট হতে শ্মশানঘাট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ;
- মাওয়া নদী বন্দরের পূর্বের স্থানে পদ্মা সেতুর মূল এলাইনমেন্ট পড়ায় ঘাটটি স্বল্পতম সময়ের মধ্যে শিমুলিয়ায় সফলভাবে স্থানান্তর ;
- দক্ষিণাঞ্চলের যোগাযোগ সহজীকরণের জন্য কাউরাকান্দি হতে কাঠালবাড়ীতে ফেরীঘাট স্থানান্তর কাজ চলমান রয়েছে;
- অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে দক্ষ নাবিক যোগানের লক্ষ্যে মাদারীপুর জেলায় এসপিটিআই স্থাপন ;
- "দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন ল্যান্ডিং স্টেশনে বন্দর সুবিধাদির উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বরিশাল জেলার পোর্টরোড মেরামত ও পূনঃনির্মন কাজ, ধামুড়া লঞ্চঘাটের স্পীডসহ স্টীল স্ট্রাকচার জেটি নির্মাণ, ভোলা লঞ্চঘাটে একটি দ্বি-তল টার্মিনাল বিল্ডিং নির্মানসহ স্টীল গ্যাংওয়ে নির্মাণ ও স্থাপন কাজ, ভোলা খেয়াঘাটের সীমানা প্রাচীরসহ করা হয়েছে। এছাড়া ভোলা জেলার বেতুয়া, ধুলিগড়, মির্জাকালু ও মোস্তফা কামাল লঞ্চঘাটে স্টীল কাঠামো জেটি র্মিানসহ ৩০" ডায়া এমএস স্পাড নির্মান ও স্থাপন কাজ হাতে নেয়া হয়েছে ;
- "বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে লঞ্চঘাট এবং ওয়েবসাইট ঘাট উন্নয়ন" শীর্ষকপ্রকল্পের আওতায় ঢাকা ডিভিশনে ২টি, নারায়নগঞ্জ ডিভিশনে ০৭টি , বরিশাল ডিভিশনে ২০টি, পটুয়াখালী ডিভিশনে ১২টি, খুলনা ডিভিশনে ১০টি, চট্টগ্রাম ডিভিশনে ০৪টি অর্থাৎ মোট ৫৩টি ঘাটে স্টীল জেটি নির্মাণ, সংযোগ সড়ক নির্মাণ, ব্যাংক প্রটেকশন, স্পাড নির্মাণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ ;
- খুলনা অঞ্চলে চাঁনমারী কার্গোঘাট, নতুন বাজার লঞ্চঘাট, সন্যাসি লঞ্চঘাট, মল্লিকের বেড় লঞ্চঘাট, শ্রীরামকাঠি লঞ্চঘাট, ৬নং স্কীডঘাট এলাকায় পর্যটন জেটি ঘাট এলাকায় উন্নয়ন কাজ হাতে নেয়া হয়েছে ;
- খুলনা নদী বন্দরের আওতাধীন পোর্ট রোড নির্মাণ ;
- কক্সবাজারস্থ পরিদর্শন বাংলো পূনঃনির্মাণ কাজ ;
- সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের চাহিদার আলোকে ওভারহেড ওয়্যার/ব্রীজের নেভিগেশনাল ক্লিয়ারেন্স প্রদান ;
- বি-বাড়ীয়া জেলার আশগঞ্জ উপজেলায় ট্রানশিপমেন্ট পয়েন্ট হতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের গোল চত্বর পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ ;
- মংলা পাইল হাউজ নির্মাণ ও আংটিহারায় পাইলট হাউজ নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে ;
- বাঘাবাড়ী নদী বন্দর এলাকায় সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও পাইলট হাউজ নির্মাণ।

নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন বিভাগ ঃ

- বাংলাদেশ-ভারত প্রটোকল নৌ-পথের রায়মঙ্গল-চাঁদপুর-জকিগঞ্জ পর্যন্ত ৮১১ কিলোমিটার নৌ-পথে অতিরিক্ত মার্কিং কাজ করা হয়। এছাড়া সিরাজগঞ্জ-সাহেবের আগলা প্রটোকল নৌ-পথের বিশেষ বিশেষ স্থানে রাতের বেলায় চলাচলের জন্য LED লাইটসহ P.C Pole(Pre-stressed concrete pole) স্থাপন করা হয়েছে।
- ভৈরব-ছাতক নৌ-পথে হেলে পাড়া সিসি পোল/মার্কা উত্তোলন করে পুনঃস্থাপন করা হয়েছে।
- লেংরীন-টেকের হাট নৌ-পথের লালপুর হতে টেকের হাট পর্যন্ত প্রায় ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত মৌসুমী নৌ-পথে পাথর, বালি ও কয়লাবাহী নৌ-যান চলাচলের সুবিধার্থে বিশেষভাবে মার্কিং করা হয়েছে।
- নৌ-যান চলাচলের সুবিধার্থে সুন্দর বনের ভিতর দিয়ে অর্থাৎ বগী-দুধমুখী, হরিনটানা, জয়মনির গোল এর বিকল্প নৌ-পথ হিসাবে মংলা-ঘাষিয়াখালী নৌ-পথে ব্যাপক ড্রেজিং করে ১২' ড্রাফট বিশিষ্ট জাহাজ চলাচলের জন্য উম্মুক্ত করা হয়েছে।
- চাঁদপুর-আজাদবাজার-চট্টগ্রাম পর্যন্ত ১ম শ্রেণীর নৌ-পথে নিয়মিত বয়া/বাতি/মার্কাসহ অন্যান্য নৌ-সহায়ক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে নৌ-চলাচল চালু রাখা হয়েছে।
- তছাড়া বরিশাল-দশমিনা/পটুয়াখালী পায়রা সমুদ্র বন্দর ও খেপুপাড়া নৌ-পথে অতিক্তি মার্কিং করা হয়েছে।
- পাটুরিয়া-বাঘাবাড়ি, মাওয়া-চরজানাজাত, চাঁদপুর-শরিয়তপুর লাহারহাট-ভেদুরিয়া, ভোলা-লক্ষীপুর ফেরীঘাটে নিয়মিত মার্কিং কাজের পাশাপাশি নৌ-চলাচল নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে অতিরিক্ত মার্কিং করা হয়েছে।
- যাত্রী সাধারণের নিরাপদে লঞ্চে উঠা-নামার জন্য ১২৫টি পন্টুন মেরামত করে সংশ্লিষ্ট ঘাটে পুনঃস্থাপন/প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এতে যাত্রী সাধারণের লঞ্চে উঠা-নামা সহজ ও নিরাপদ করা হয়েছে।

হাইড্রোগ্রাফি বিভাগ ঃ

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত জরিপ কাজ ঃ

ক্রঃ নং	জরিপ এলাকা	প্রকল্পের নাম
১।	ষাটনল-দাউদকান্দি নৌ-পথ	১২টি গুরুত্বপুর্ণ নৌ-পথ খনন
২।	বরগুনা বন্দর এলাকা নৌ-পথ	২৪টি গুরুত্বপূণ নৌ-পথ
৩।	মানিকদাহ-কেকানিয়া নৌ-পথ	- ঐ -
৪।	নেত্রকোনা-আটপাড়া-শিমলা নৌ-পথ	- ঐ -
৫।	মিরকাদিম-ডহরী নৌ-পথ	১২টি গুরুত্বপূণ নৌ-পথ
৬।	নারায়ণগঞ্জ-তালতলা-ডহুরী নৌ-পথ	- ঐ -
৭।	চৌধুরীহাট-কেকানিয়া এলাকা নৌ-পথ	- ঐ -
৮।	শুরেশ্বর-নড়িয়া নৌ-পথ	- ঐ -
৯।	তুলশীখালী-জাবরা নৌ-পথ	২৪টি গুরুত্বপূণ নৌ-পথ
১০।	মাদারীপুর-জাজিরা নৌ-পথ	১২টি গুরুত্বপূণ নৌ-পথ
১১।	ত্রিমুল-উলুমারা-টোক নৌ-পথ	- ঐ -
১২।	মৃদারহাট-বড়দিয়া নৌ-পথ	২৪টি গুরুত্বপূণ নৌ-পথ
১৩।	সদরঘাট-আমিন বাজার-আশুলিয়া নৌ-পথ	- ঐ -
১৪।	দাউদকান্দি ব্রীজ এলাকা নৌ-পথ	- ঐ -
১৫।	নবাবগঞ্জ-জয়পাড়া নৌ-পথ	- ঐ -
১৬।	চাঁদপুর-ইচুঁলী-ফরিদগঞ্জ নৌ-পথ	- ঐ -
১৭।	গাবতলী-কর্ণপাড়া নৌ-পথ	- ঐ -
১৮।	নারায়ণগঞ্জ-সুলতানা কামাল ব্রীজ নৌ-পথ	১২টি গুরুত্বপূণ নৌ-পথ
১৯।	ঘোড়াউত্রা এলাকা নৌ-পথ	- ঐ -
২০।	বিজি মাউথ-হযরতপুর-জাবরা এলাকা নৌ-পথ	- ঐ -
২১।	কাউমি জুট মিল এলাকা নৌ-পথ	- ঐ -
২২।	মানিকদাহ-বড়দিয়া নৌ-পথ	২৪টি গুরুত্বপূণ নৌ-পথ
২৩।	রায়টুটি এলাকা নৌ-পথ	- ঐ -

যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগ

- রাঙ্গামাটিতে স্থাপনের জন্য ৪৮´ X ২৪´ X ৪´ সাইজের ১টি ছোট পন্টুন নির্মাণ কাজ শেষে ঘাটে স্থাপন করা হয়েছে ;
- বাঅনৌপক ভাসমান ডকে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৩টি জাহাজ , ৮টি পন্টুন ডকিং মেরামত করা হয়েছে ;
- ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৫১টি পন্টুনের বড় ধরনের মেরামত কাজ এবং ২০টি পন্টুনের মাঝারি ধরনের মেরামত কাজ শেষ করা হয়েছে ;
- "বাংলাদেশ পল্লী অঞ্চলে লঞ্চঘাট ও ওয়েসাইড ঘাট উন্নয়ন " শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আনুষাঙ্গিক সুবিধাসহ ১০০টি পন্টুন (৫টি ফেরী পন্টুন, ৪৫টি মিডিয়াম পন্টুন, ৫০টি ছোট পন্টুন) নির্মাণ ও স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পের চিত্র নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

পন্টুনের ধরন	প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য পন্টুন সংখ্যা	বিভিন্ন ঘাটে স্থাপন করা হয়েছে	স্থাপন প্রক্রিয়াধীন	মন্তব্য
ফেরী পন্টুন	৫টি	৫টি	-	নির্মান কাজ শেষ
মিডিয়াম পন্টুন	৪৫টি	৮টি	৩৭টি	
ছোট পন্টুন	৫০টি	২০টি	৩০টি	

- বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন নদী বন্দরে ৩৫টি বিশেষ পন্টুন ধরনের নির্মাণ ও স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন শেষে অনুমোদন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন;
- "বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের কতিপয় জলযান সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ণের কাজ চলমান রয়েছে।

ডকিং সহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ

- বাঅনৌপক-ব-দ্বীপ ওয়ার্কবোটের ডকিং সংশ্লিষ্ট এব ডেক সাইডের বিবিধ মেরামত কাজ।
- বাঅনৌপক-এনজেল ওয়ার্কবোটের ডকিংকরে রাডার নবায়ণ, সিড়ি, ফেন্ডার, ক্যানভাজ পর্দা ও রং করণসহ বিবিধ মেরামত/নবায়ণ কাজ।
- বাঅনৌপক-এ্যাপোলো ওয়ার্কবোটের ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট মেরামত কাজ।
- বাঅনৌপক-সালমা জাহাজের ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট মেরামত কাজ।
- বাঅনৌপক-অগ্রগতি জাহাজের ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট মেরামত কাজ।
- বাঅনৌপক-অগ্রগামী জাহাজের ডকিং ও ডকিং সংশ্লিষ্ট মেরামত কাজ।

খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ সহ ওভারাহোলিং কাজ

- বাঅনৌপক-ধ্রবতারা জাহাজের উভয় মেইন ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহসহ মেজর ওভারহোলিং কাজ।
- বাঅনৌপক-অগ্রবাহক জাহাজের উভয় মেইন ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহসহ মেজর ওভারহোলিং কাজ।
- বাঅনৌপক-অগ্রগতি জাহাজের উভয় মেইন ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহসহ মেজর ওভারহোলিং কাজ।
- বাঅনৌপক- উদ্ধারকারী জাহাজ রুস্তম এর এসি-২টি ও ডিসি-১ জেনারেটর ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহসহ ওভারহোলিং কাজ।
- বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের কংকর জাহাজের ১টি মেইন ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহসহ ওভারহোলিং কাজ।
- বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের এ্যাপোলো ওয়ার্কবোটের মেইন ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহসহ ওভারহোলিং কাজ।
- বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের উদ্ধারকারী হামজা জাহাজের ডিসি-১ ও ২ জেনারেটর ইঞ্জিন-২টি খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহসহ ওভারহোলিং ও ফিটিং ফিক্সিং কাজ।
- বাঅনৌপক-সন্ধানী জাহাজের বাম মেইন ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহসহ ওভারহোলিং ও ফিটিং ফিক্সিং কাজ।
- বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের আজরা জাহাজের ১টি এসি জেনারেটর ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহসহ ফিটিং ফিক্সিং ও কমিশটিং করন কাজ।
- বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের টাগ জাহাজ এবং কে-টাইপ সার্ভে ওয়ার্কবোট এর জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ কাজ।
- বাঅনৌপক-অগ্রপথিক জাহাজের ১টি জেনারেটর ইঞ্জিন খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহসহ মেজর ওভারহোলিং কাজ।
- বাঅনৌপক-অগ্রবাহক জাহাজের জেনারেটর ইঞ্জিন খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহসহ মেজর ওভারহোলিং কাজ।
- বাঅনৌপক-উদ্ধারকারী জাহাজ প্রত্যয় এর রেসকিউ বোটের ইঞ্জিন ওভারহোলিং কাজ।
- বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগের অধীনে বিভিন্ন জলযানের জন্য ডিজেল ও লুব ওয়েল ফিল্টার, রিমোট কন্ট্রোল বক্স ও মোর্স ক্যাবল, সন্ধানী জাহাজের ইমারজেন্সী এয়ার কম্প্রেসার সংগ্রহের কাজ।
- বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগের অধীনে ১৫টি সার্ভে ওয়ার্কবোটের সার্চ লাইট, সেল্ফষ্টার্টার ও চাজিং ডায়নামো সংগ্রহসহ ফিটিং ফিক্সিং কাজ।
- বাঅনৌপক-সালমা জাহাজের উভয় মেইন ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহসহ মেজর ওভারহোলিং কাজ।
- বাঅনৌপক-অগ্রপথিক জাহাজের বাম মেইন ইঞ্জিনের গিয়ার কমপ্লিট সেট সংগ্রহসহ ফিটিং ফিক্সিং ওকমিশনিং কাজ।
- বাঅনৌপ-কর্তৃপক্ষের যান্ত্রিক ও নৌ-প্রকৌশল বিভাগের অধীনে বিভিন্ন জলযানের জন্য সী-ওয়াটার পাম্প ও রাবার ইম্পেলার সংগ্রহের কাজ।

৯.৩. ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সম্পাদনে বড় রকমের কোন সমস্যা/ সঙ্কটের আশঙ্কা করা হলে তার বিবরণ (সাধারণ/রুটিন প্রকৃতির সমস্য/সঙ্কট উল্লেখের প্রয়োজন নেই ; উদারহণ : পদ সৃজন, শূন্যপদ পূরণ ইত্যাদি)

(১০) মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্ত ঃ নাই

১০.১ ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের কার্যবলির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলী সন্তোষজনক ভাবে সাধিত হয়েছে কি ?

১০.২ উদ্দেশ্যাবলি সাধিত না হয়ে থাকলে তার কারণসমূহ ঃ নাই

১০.৩ মন্ত্রণালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি আরো দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে সাধন করার লক্ষ্যে যে সব ব্যবস্থা/পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ ঃ প্রযোজ্য নয়

(১৫) উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত ঃ

১৫.১ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত) **(সাময়িক)**

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে আরএডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
জিওবি অর্থায়নভূক্ত প্রকল্প ঃ			
০৯টি	৫১১.৯৩ (পাঁচশত এগার কোটি তিরানব্বই লক্ষ)	৫০৬.৯০৫০৮৫২ (সাময়িক) (পাঁচশত ছয় কোটি নব্বই লক্ষ পঞ্চাশ হাজারআটশত বায়ান্ন) -ও- ৯৯.০২% (শতকরা নিরানব্বই দশমিক শূন্য ভাগ)	৮ টি
নিজস্ব অর্থায়ভূক্ত প্রকল্প ঃ			
০৩টি	২৬.০০ (ছাব্বিশ কোটি)	২৩.২৪৬৩২২০ (সাময়িক) (তেইশ কোটি চব্বিশ লক্ষ তেষট্টি হাজার দুইশত বিশ) -ও- ৮৯.৪১% (শতকরা উননব্বই দশমিক চার এক ভাগ)	

১৫.২ প্রকল্পের অবস্থা (০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে শুরু করা নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উদ্বোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসেবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো
০১টি	১। মাদারীপুর-চরমুগুরিয়া-টেকেরহাট-গোপালগঞ্জ নৌ-পথ খনন (২য় সংশোধিত) ২। অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের নাব্যতা রক্ষার্থে ২টি ড্রেজার, ক্রেনবোট, ক্রু-হাউজ বোট এবং টাগবোটসহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহ।		১। **"১০ টি ড্রেজার ক্রেনবোট, টাগবোট, অফিসার্স হাউজবোট ও ক্রু-হাউজবোট সহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি/যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ঃ** • ২টি ১৬" কাটার সাকশ্যন ড্রেজার, ১টি বয়া টেন্ডার ভেসেল, ২টি টাগ বোট, ৪টি সার্ভে ভেসেল এবং ১টি ক্রেন বোট, ২টি ডাম্ব বার্জ সংগৃহীত হয়েছে। ২। **"বাংলাদেশ পল্লী অঞ্চলের লঞ্চঘাট ও ওয়েসাইড ঘাট উন্নয়ন ঃ** • ৫টি ফেরী পন্টুন স্থাপন করা হয়েছে ; • ২০টি ছোট পন্টুন স্থাপন করা হয়েছে ; • ৪টি মাঝারী পন্টুন স্থাপন করা হয়েছে ; • খুলনা, পটুয়াখালী ও চট্টগ্রাম ডিভিশনের ২৫টি ঘাটে জেটি স্পাড, তীররক্ষা ও সংযোগ সড়কের কাজ শেষ হয়েছে।

সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর ঃ

সমন্বয় শাখা

কর্তৃপক্ষের সচিবালয় বিভাগের সমন্বয় শাখা মন্ত্রণালয় এবং অত্র সংস্থার সাথে সংশিণ্টষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধান করে থাকে। অত্র শাখা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সিদ্ধান্ড় বাস্ড়বায়ন, সমন্বয় ও বাস্ড়বায়ন অগ্রগতি অনুসরণ কল্পে কর্তৃপক্ষের সংশিণ্টষ্ট বিভাগের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সমন্বয় সাধন পূর্বক কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

১) কর্তৃপক্ষের বিভাগীয় প্রধানদের মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করা এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ড় সমূহের বাস্ড়বায়ন/অগ্রগতি প্রতিবেদন সংশিণ্টষ্ট বিভাগ থেকে সংগ্রহ পূর্বক পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা ।
২) কর্তৃপক্ষ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ড় সমূহের বাস্ড়বায়ন/অগ্রগতি প্রতিবেদন সংগ্রহ পূর্বক কর্তৃপক্ষ বরাবরে উপস্থাপন করা।
৩) মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ড়নুয়ায়ী বাস্ড়বায়ন/অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্ড়ুত করতঃ পরবর্তী মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানের পূর্বেই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৪) কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড, জনবল, বিভাগীয় মামলা, নিরীক্ষা আপত্তিসহ বিভিন্ন বিষয়ে মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্ড়ুত পূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ
৫) প্রতিমাসে কর্তৃপক্ষের অনিষ্পত্তিকৃত বিষয়গুলোর তালিকা ও তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করা।
৬) মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত অনিষ্পন্ন বিষয় সংক্রান্ড় সভার সিদ্ধান্ড়নুয়ায়ী বিষয় গুলো বাস্ড়বায়নের জন্য কর্তৃপক্ষের সংশিণ্টষ্ট বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা।
৭) কর্তৃপক্ষের নিকট মন্ত্রণালয়ের কোন বিষয় অনিষ্পন্ন থাকলে সংশিণ্টষ্ট বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা।
৮) মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে সমন্বয় সভা করার জন্য উদ্ধুদ্ধ করা এবং উক্ত সভায় কার্যবিবরণী কর্তৃপক্ষসহ সংশি- ষ্ট বিভাগকে বাস্ড়বায়নের জন্য অনুরোধ করা।
৯) এছাড়া, এ শাখা হতে প্রতিবছর কর্তৃপক্ষের কর্মপরিকল্পনার পুস্ড়িকা প্রকাশ করা।
১০) কর্তৃপক্ষের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বছরের শুর“তে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।
১১) গত ২০০৮-২০০৯ ও ২০০৯-২০১০ সালে অনুষ্ঠিত কর্তৃপক্ষ সভা এবং বিভাগীয় প্রধানদের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানের বিবরণ নিম্নরুপঃ

সভার নাম	২০০৮-২০০৯	২০০৯-২০১০
কতৃপক্ষের সাধারণ সভা	১০	৮
কর্তৃপক্ষের বিশেষ সভা	৮	১২
বিভাগীয় প্রধানদের সমন্বয় সভা	১১	৮